

### মৌলিক বৈশিষ্ট্য

অংশীদারিত্বমূলক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের কাজে বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকের জ্ঞান এবং দক্ষতার সমন্বয়ে প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তরে এক যৌথ প্রভাব সৃষ্টি হয়। এ কাজের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল এর গবেষক ও সম্প্রসারণকর্মী উভয়ই কৃষকের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করেন।

### প্রযুক্তি হস্তান্তরে প্রয়োজনীয় নীতিমালা

- ▶ গবেষণা-সম্প্রসারণ ও কৃষকের সমন্বয়ে অনুঘটকের ভূমিকা সৃষ্টির জন্য সমাজ ও গোষ্ঠীমুখী কর্মসূচী এবং কার্যকর অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা।
- ▶ কৃষকদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সম্মানবোধ সৃষ্টি করা।
- ▶ এক বা একাধিক সমস্যার সমাধানে প্রযুক্তির কার্যকারিতা সম্পর্কে কৃষক সমাজকে বোঝানো।
- ▶ অভিজ্ঞ কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকারী হিসাবে কাজে লাগানো।
- ▶ গ্রাম বা গোষ্ঠী নির্বাচন করে ৫০-১০০ কৃষকের দল তৈরি করা।
- ▶ কমিউনিটি এবং কৃষকের মধ্যে মালিকানার চেতনা সৃষ্টি করা।
- ▶ ছোট দিয়ে শুরু- পরবর্তীতে সাফল্যের ভাঙুর গড়ে তোলা।
- ▶ স্থানীয় সামর্থ্য সৃষ্টি করা।
- ▶ সকল অংশীদারদের মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টি এবং কৌশলগত জোট সৃষ্টি করা।
- ▶ কৃষক গোষ্ঠীর কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং অঙ্গীকার পূরণ।



কৃষক-গবেষক-সম্প্রসারণকর্মী মেলা



কৃষকদের বৈঠক